মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd May, 2026

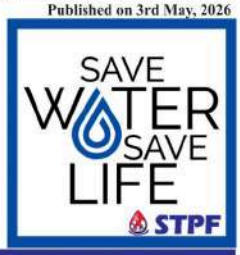

May, 2026 Volume-XII, Issue-III | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

তিন রাজ্যে সরকার বদল অসমে বজায় স্থিতাবস্থা

কেরলে ইউডিএফ কর্মীদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- পশ্চিমবঙ্গ বাদে দেশের চার রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে ৪ মে। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-র পরাজয় হয়েছে। সেখানে ক্ষমতায় এসেছে একটি আঞ্চলিক দল তামিলাগা ভেট্রি কাজগম (টিভিকে) এই দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন অভিনয়ের জগৎ থেকে আসা রাজনীতিবিদ তলপতি বিজয়। তামিলনাড়ুতে মোট আসনসংখ্যা ২৩৪। এরমধ্যে টিভিকে জিতেছে ১০৭টি আসনে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডিএমকে (৬০টি আসন)। তৃতীয় এডিএমকে (৪৭টি আসন)। এখানে ম্যাজিক সংখ্যা ১১৭। এখন বিজয় কোনদিকে যাবেন এবং সরকার গঠন করবেন সেটাই দেখার।

অসমে ভোটের আগের থেকেই একটা বিজেপি হাওয়া ছিল গোটা রাজ্যে। এখানে মোট আসন সংখ্যা ১২৬। বিজেপির হিমন্তবিশ্ব শর্মা ভোটের আগেই বলেছিলেন যে, বিজেপি জোট ১০০ পার করে যাবে। এই রাজ্যে বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হার হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র গৌরব গগৈর এবং বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়ার। এখানে বিজেপি পেয়েছে ১০২টি আসন। এই রাজ্যে জুবিনের মৃত্যু এবং সরকারি দুর্নীতির অভিযোগ- কোনোটাই কাজে লাগে নি।

অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ্ তলপতি বিজয়

কেরলের মানুষ কোন সরকারকেই পাঁচ বছরের বেশি ক্ষমতায় রাখেন না। এবার তাই ১৪০ আসন বিশিষ্ট কেরল বিধানসভায় এলডিএফকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় এল ইউডিএফ সরকার। ১০ বছর ক্ষমতায় ছিল এলডিএফ সরকার। অন্তত একটি রাজ্যে জিতে কংগ্রেস মুখরক্ষা করল। ১৪০টির মধ্যে ১০২টি আসন জিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এল কেরলে। এখানে বিজেপি বিশেষ একটা সুবিধা করতে পারে নি। কংগ্রেস জেতার পরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানে গত পাঁচ বছরের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার। দৌড়ে রয়েছেন প্রবীণ নেতা রমেশ চেন্নীথালাও।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এবারের ভোটে এনডিএ-র শরিক দল অল ইন্ডিয়া এম আর কংগ্রেস ক্ষমতায় এল এবার ভোটে। পুদুচেরিতে ৩০টি আসনের মধ্যে এনডিএ জোট এগিয়ে ১৮টি আসনে। পাশাপাশি ইন্ডিয়া শিবির পেয়েছে মাত্র ৬টি আসন। এখানে এই জোটের শরিক বিজেপি পেয়েছে ৪টি আসন। মুখ্যমন্ত্রী পদে ক্ষমতায় বসতে পারেন রঙ্গস্বামী। উপমুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য বিজেপি ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

চলে গেলেন রঘু রাই

নিজস্ব প্রতিনিধি- কর্কট রোগে আক্রান্ত দেশের চিত্র সাংবাদিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষ চিত্রগ্রাহক রঘু রাই (৮৫) ২৬ এপ্রিল ভোরে ছবি হয়ে রইলেন অন্য চিত্রগ্রাহকের ক্যামেরায়। রঘু রাইয়ের ক্যামেরার অজস্র ছবি জীবন্ত ইতিহাসের দলিল হয়ে রয়েছে। যেমন মুক্তিযুদ্ধের ছবি, উদ্বাস্তু শিবিরের হাহাকার, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, ইন্দিরা গান্ধীর ছবি, বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ছবি।

আশা ভোঁসলের প্রয়াণ

মুম্বই- বুকে সংক্রমণ ও ভয়ঙ্কর শারীরিক অবসাদের জেরে ১২ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পী আশা ভোঁসলে। শিল্পীর ছেলে আনন্দ ভোঁসলে মার মৃত্যুসংবাদের কথা জানিয়েছেন।

গদিচ্যুত তৃণমূল মসনদে গেরুয়া

● মুখ্যমন্ত্রী পদে দু'বার ভোটে হার মমতার ● রাজ্যে ২০ জন মন্ত্রী ধরাশায়ী ● ৮ জেলায় তৃণমূলের আসন শূন্য ● রাজ্যে বিজেপি ২০৭, ● তৃণমূল কংগ্রেস ৮০, ● কংগ্রেস ২, ● এজেইউপি ২, ● সিপিএম ১, ● এআইএসএফ ১।

নিজস্ব প্রতিনিধি- ইতিহাস তৈরি হল বঙ্গে। লাল, সবুজ এবার হল গেরুয়া। সব হিসাব উল্টেপাল্টে দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথম বার বাংলার মসনদে বসল বিজেপি। বাস্তব হল আরএসএস-র শতবর্ষ উদযাপনের পর বিজেপির আশা। এতদিন পরে রাজ্যের দখল নিল পদ্ম।

রাজ্যের ২৯৩টি কেন্দ্রের ভোট গণনা হয়েছে ৪ঠা মে। গভীর রাত পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০৬টি আসনে জয়ী বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে যাচ্ছে ৮১টি আসন। কংগ্রেস ২টি, সিপিএম ১টি আসনে জয়ী হয়ে শূন্যের বাধা অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে আইএসএফ তাদের আসন ধরে রেখেছে। রেজিনগর ও নওদা থেকে জিতেছেন তৃণমূল থেকে বরখাস্ত হওয়া আম জনতা উন্নয়ন পার্টির একমাত্র কারিগর হুমায়ুন কবীর। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে বিজেপি পেয়েছে ৪৫.৮৫ শতাংশ ভোট। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৪০.৭৭ শতাংশ ভোট। মোটের ওপর বিজেপির ভোট বেড়েছে ৬ শতাংশ। রাজ্যের ৭টি জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপি নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এছাড়া আসন বেড়েছে উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলী এবং পূর্ব বর্ধমানে। আরও চমকপ্রদ বিষয় হল কলকাতায় এবার খাতা খুলেছে বিজেপি, সেই সঙ্গে রয়েছে হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

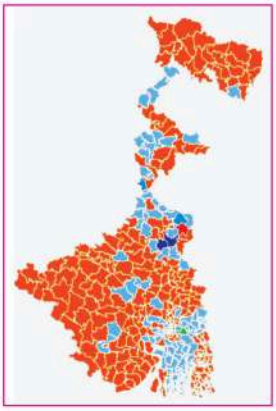

এবার ভোটে বাজিমাত করেছেন বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উপর্যুপরি দু'বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছেন তিনি। এবার ভবানীপুরে শুভেন্দুর জয়ের ব্যবধান ১৫,১০৫। পাশাপাশি নন্দীগ্রামেও ভাল ব্যবধানে জিতেছেন তিনি। ২০১৬ সালে এরাজ্যে বিজেপির আসন ছিল ২টি। ২০২১-এ হল ৭৭। এবার এক লাফে ২০০ পার করে ফেলেছে মোদী-শাহের দল। একেই বলে 'ল্যান্ডস্লাইড ভিকট্রি'।

এবার রাজ্যে বিজেপির পরিষদীয় নেতা কে হবেন? বিশ্বস্ত মুখ কে? বিজেপির সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তা চূড়ান্ত করবেন। দীর্ঘকাল পর কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার পেল পশ্চিমবঙ্গ। এবার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) 'বিচারাধীন' হয়ে বাদ গিয়েছিল ২৭ লক্ষ মানুষ। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পান নি। কিন্তু এই জয়-পরাজয় নিষ্পত্তিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার ভোট।

গণনার দিন সন্ধ্যায় বঙ্গ জয়ের চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর দিল্লিতে দলের সদর দফতরে বাঙালি ঘরানার পোষাক পরে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এবার ভয়মুক্ত হল বাংলা। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। আবার বামপন্থীরা এবার কেরল থেকেও মুছে যাওয়ার ফলে দেশে আর তাদের তেমন একটা প্রভাব রইল না। এই নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হলেও তা স্বীকার করতে রাজি নন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, অত্যন্ত ১০০ আসন 'লুট' হয়েছে। একে জয় বলে না। এটা গণতন্ত্র নয়।

হারলেন ২০ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবার মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীমণ্ডলীর ২০ জন মন্ত্রী পরাজিত হলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিলে আর ১৯ জন মন্ত্রীর মধ্যে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, গণশিক্ষা প্রসার দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, স্বাস্থ্য ও অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বনমন্ত্রী বীর বাহা হাঁসদা, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না পরাজিত হয়েছেন। আরও বাকিরা হলেন পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক এবং সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। এছাড়া রয়েছেন আরও অনেক দলীয় নেতারা।

ফাইল বাঁচাতে বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি- পরাজিত সরকারের আমলে ফাইল রক্ষা করা একটা পরিচিত রেওয়াজ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ। এবার সেই কাজেও যুক্ত হল একটি নতুন পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীকে এই কাজে লাগানো হল। ভোট গণনার দিন বিকেলে সরকার পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলার সাথে সাথে নবান্ন সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েন করা হল। এছাড়া তৃণমূল সুপ্রিমও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সাংসদ ও যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হল তাঁদের নিরাপত্তার জন্য। এদিন বিকেলে সরকারি অফিস থেকে বের হওয়া সমস্ত কর্মী এবং আধিকারিকদের তল্লাসী নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এদিন সরকারি ফাইলের সুরক্ষা নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা। শুধু ফাইল বাইরে নিয়ে যাওয়া নয়, কোনও নথি স্ক্যান বা ফটোকপি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে - ওখানে

নববর্ষের শ্বাশত স্মৃতি এক সন্ধ্যা বহু সুর

এক সন্ধ্যা বহু সুর অনুষ্ঠানের মঞ্চে শিল্পীবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি- নতুন কলেবরে নববর্ষকে স্মৃতির মণিকোঠায় চির অমলিন করে রাখল এক সন্ধ্যা বহু সুর। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হল একটি ঝকঝকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলা নতুন বছর ১৪৩৩কে স্মরণ করে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোর কিশোরীরা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করল। সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের হাতে তুলে দেওয়া হল জীবনদায়ী ওষুধ। প্রথামাফিক, উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করলেন সংগঠনের সদস্যরা। এরপরেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল পর্বের শুরু। প্রকৃত অর্থে 'এক সন্ধ্যা বহু সুর' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি দর্শকদের স্মৃতিপটে ভাসিয়ে তুলেছে সেলুলয়েডের অতীত স্মৃতিকে। অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত শিল্পী এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা মিলে নতুন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার উদ্বোধন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন দেবাশীষ বসু। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি সারদাত্মানন্দ মহারাজ এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মহাজাতি সদনের মূল প্রবেশদ্বারে প্রয়াত গায়িকা আশা ভোঁসলে এবং শিল্পী রাহুল অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান দর্শকরা।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এক সন্ধ্যা বহু সুর-এর পরিকল্পনা, গ্রন্থনা, পরিচালনা ও ভাষ্যপাঠে ছিলেন সঞ্জীব আচার্য্য। ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমার এবং ঋজু চরিত্রের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সমৃদ্ধ কয়েকটি চলচ্চিত্রকে চয়ন করে নেওয়া হয়েছে এই গীতি আলেখ্যে। সঙ্গে অবশ্যই ছিল প্রথিতযশা শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোরকুমার ও শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে সাড়া জাগানো গানের ডালি। প্রত্যেকটি গানের সিকোয়েন্সকে ধরে রেখে নৃত্য পরিবেশন করেছেন ছন্দছবি নৃত্যকলা বিতানের শিল্পীরা। মঞ্চে হেমন্ত, মান্না, কিশোর ও শ্যামলমিত্রের গানগুলো পরিবেশন করেছেন পল্লব ঘোষ, রূপা সরকার, রাজা রায় ও স্বাক্ষর বসু। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষে সমস্ত শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানের দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়। শুরু হল 'বোশেখের বৈঠকী আড্ডা'। সেই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন পুরাতনী গানের শিল্পী থেকে শুরু করে বান্ডের শিল্পীরা। মঞ্চের দু'পাশে বিরাট হাত পাখা দিয়ে আড্ডার শিল্পীদের হাওয়া দেওয়া হচ্ছে অনবরত। মাঝে মাঝে গরম পানীয় নিয়ে আড্ডায় সাবেকি পোষাকে হাজির হচ্ছেন মহিলারা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে শিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, সিধু, পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাক্ষর বসুরা বলেন 'এ ধরনের আড্ডা এখন একেবারেই দেখা যায় না।'

সেই আড্ডায় সূত্রধরের বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন সঞ্চালক দেবাশীষ বসু। পুরাতনী গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর যেমন গায়কী সঙ্গে তেমনই ওস্তাদ তবলা বাদক। পৌষালীর গানে যেমন ছিল ভক্তিরস তেমনই ছিল মাটির গন্ধ। সিধু জমিয়ে দেন আড্ডা। তবে নচিকেতাকে নিয়ে দর্শকদের তৃষ্ণা ততটা তৃপ্ত হয় নি। স্বাক্ষর বসু উপস্থাপনা ছিল বেশ প্রাণোজ্জ্বল। আড্ডার পরিবেশ তুঙ্গে তুলে দিয়ে সময়ের অভাবে শিল্পীরা অনুষ্ঠান শেষ করেন। ধীরে ধীরে বোশেখের বৈঠকী আড্ডার ভিড় জনপদে বিলীন হতে থাকে।

ফুড ফেস্টিভ্যালে ভরসার বিশেষ উদ্যোগ

'ফুড ফেস্টিভ্যাল'-এ ভরসার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ২ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড অটিজম ডে-তে 'ফুড ফেস্টিভ্যাল' করল ভরসার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এই বিশেষ দিনে ভরসার ছাত্রছাত্রীরা ফুড ফেস্টিভ্যালের জন্য বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তৈরি করে। বিভিন্ন ক্রেতারা এদিন ফুড ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত হয়ে খাবার ক্রয় করেন। উল্লেখ্য, এই খাবার বিক্রি করে যে অর্থ উঠে এসেছে, তা ভরসার ছাত্র-ছাত্রীদেরই সমভাগে দিয়ে দেওয়া হবে। এদিন এই বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন ভরসার অধ্যক্ষ সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ।

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

প্রেস ক্লাব কলকাতায় ফলক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি- থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ২মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং ইনার হুইল ক্লাব বাহক রক্ত পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করল। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য জানান, আগামী এক বছরে এক লক্ষ থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হবে। এই উপলক্ষ্যে প্রেস ক্লাবে একটি ফলকও উন্মোচন করা হয়। এই উদ্যোগকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট কনভেনর ডাঃ রামেন্দু চৌধুরী, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের রাজ্য সম্পাদক টিটো দেব এবং ইনার হুইল ক্লাবের কর্মকর্তা ভাস্বতী বোস বক্তব্য রাখেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ইনার হুইল ক্লাবের পক্ষ থেকে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের নিঃখরচায় জীবনদায়ী ওষুধ দেওয়া হয়। প্রেস কনফারেন্সের শুরুতে থ্যালাসেমিয়া বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে 'ফেলুদার বৈঠকখানা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন সংগঠনের সদস্যরা। নাটকের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, থ্যালাসেমিয়া রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই জনসচেতনতা। বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য সংগঠনের নেওয়া প্রস্তাবটি সকলেই সমর্থন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জি সহ সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য।

শিবানী বৈদ্য ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৫ এপ্রিল শিবানী বৈদ্য ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন হালতুতে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হয়। থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সচেতন হতে আগামীদিনে একটি বড়ো আকারের সচেতনতা শিবির করার পরিকল্পনা করছেন। এই পরিকল্পনায় পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই শিবিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্যরা। এই ফাউন্ডেশনের সদস্যরা থ্যালা সেমিয়ার বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ফলে এদিনের শিবিরে ২৪ জন থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করতে এগিয়ে আসেন।

কমলা বিদ্যামন্দিরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- কমলা বিদ্যামন্দির গার্লস হাইস্কুলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে বক্তব্য

রেখেছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলেন সম্পাদক। তিনি বলেন, জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে দিন পর্যন্ত যে কোনো সময় মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা উচিত। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা। এই শিবিরের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য বিবেকানন্দ ঘোষ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আমরা মহিলাদের পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে 'আমরা মহিলারা' ৭ এপ্রিল এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করল উত্তর কলকাতায়। পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর পদযাত্রা শুরু হয়। নাগরিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আমরা মহিলারা

সচেতন করতে ওই বিশেষ পদযাত্রায় চলমান যোগাসন-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যা অভিনন্দনযোগ্য। আমরা মহিলারা সারা বছর ধরে তাদের এলাকায় বিভিন্নরকম সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবায় নিয়োজিত থাকে। এছাড়া নিখরচায় চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে প্রায় ৬০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

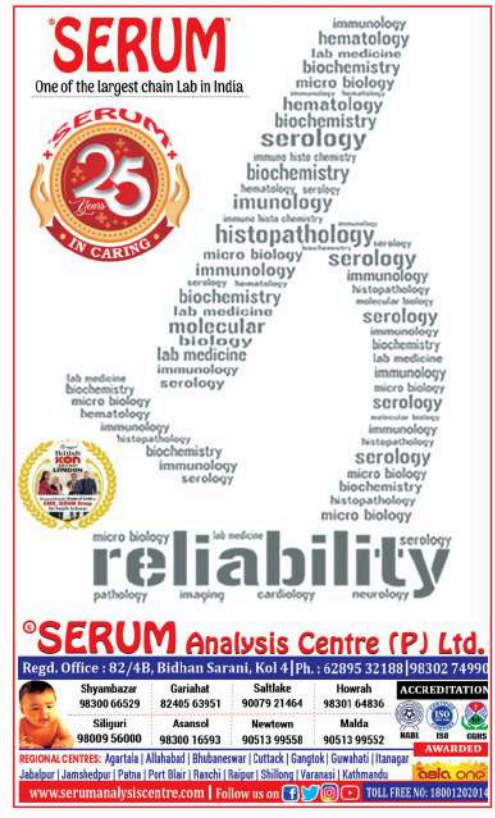

অল্পের জন্য বাঁচলেন ট্রাম্প

পুলিশের হেফাজতে কোল টমাস অ্যালেন

ওয়াশিংটন ডিসি- স্থানীয় সময় ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা ওয়াশিংটন হিল্টন হোটেলে হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকদের বিশেষ নৈশভোজের আসর বসেছিল ৮টা ৩৪ মিনিটে। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। ৮টা ৩৪ মিনিটে পরপর গুলির শব্দ। সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীরা ট্রাম্পের পরিবারকে নিয়ে ঘটনাস্থল ছাড়েন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে আততায়ী কোল টমাস অ্যালেনকে। উচ্চশিক্ষিত একজন নামজাদা শিক্ষক কেন এটা করল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্থগিত চুক্তি

ইজরায়েল- ইজরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থগিত করার পথেই গেলেন ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। চুক্তি স্থগিতের কারণ এখনও জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের অনুমান, পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খানিকটা কোণঠাসা ইজরায়েল। এই অবস্থায় ইজরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সমঝোতা করলে ইটালির ভাবমূর্তি খারাপ হওয়ার আশঙ্কাতেই চুক্তি স্থগিত করা হয়েছে।

বালোচ নৌবহর

বালুচিস্তান- পাকিস্তানকে জলপথে আক্রমণ শুরু করল বালুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী 'বালোচ লিবারেশন আর্মি'। পাক উপকূলরক্ষী বাহিনীর তিনজন সেনাকে তারা হত্যা করেছে। এতদিন পাকিস্তানের সেনার সঙ্গে স্থলপথেই সংঘর্ষ হত। আরব সাগরে জিওয়ানির কাছে বাহিনীর বোটকে লক্ষ্য করে তারা হামলা চালায় বলে দাবি করা হয়েছে। বেশ কয়েকমাস হল বালোচ আর্মিরা পাকিস্তান সীমান্তে ঢুকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

সরলেন মন্ত্রী

কাঠমান্ডু- নেপালে নতুন সরকারের মেয়াদ একমাস হয়েছে। এরই মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে পদ খোয়ালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুঙ্গ।

সুমতি

ওয়াশিংটন- ভারতকে ৬৫৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ফেরত দিল আমেরিকা। এর মূল্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এখনও অনেক প্রত্নসামগ্রী আমেরিকার হেফাজতে রয়েছে।

সাগরপারের টুকিটাকি

চলে গেলেন নাতালি বে

প্যারিস- চলে গেলেন ফরাসি অভিনেত্রী নাতালি বে (৭৭)। ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, জঁ লুক, গদার থেকে স্টিফেন স্পিলবার্গ বিভিন্ন খ্যাতনামা পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। নিউইয়র্কের মেয়র জোরান মামদানি ট্রাম্পকে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসকে কোহিনুর ফেরানোর জন্য পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় চার্লস এখন আমেরিকা সফর করছেন।

দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু

ইসলামাবাদ- পাকিস্তানে আয়োজিত ইরান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হওয়ার পর হাওয়া অন্যদিকে ঘুরতে চলেছে। ইতিমধ্যেইআমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঙ্কার ছেড়েছেন হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করার ডাক দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আমেরিকার নৌ-বাহিনী হরমুজ অবরুদ্ধও করেছিল। কিন্তু সামান্য কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ট্রাম্পের সুর নরম হয়ে যায়। সংবাদসূত্রে প্রকাশ, ট্রাম্প নাকি দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কবে, কোথায় এই বৈঠক হবে তা স্পষ্ট নয়। প্রথম বৈঠক ভেঙে যাওয়ার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ইরান ও আমেরিকার কাছে আরও একবার আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়েছিলেন। প্রথম বৈঠকে অনেক কিছুরই সমাধান সূত্র বের হয় কিন্তু হঠাৎ বৈঠকের পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে।

হরমুজ নিয়ে ইরানের তিন দফা

তেহরান- যুদ্ধবিরতি নিয়ে আয়োজিত দ্বিতীয় দফার আলোচনায় অনুপস্থিত থাকার পরে ইরান এবার তিন দফার প্রস্তাব পাঠালো আমেরিকাকে। পরমাণু অস্ত্র নিয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত জানাননি ইরান। তিন দফার প্রথম দফা হল, ইরান ও লেবাননের ওপর আর কোন হামলা চালাবে না আমেরিকা। প্রথম দফা মেনে নিলে এবার দ্বিতীয় দফার দিকে এগিয়ে যাবে ইরান। দ্বিতীয় দফা হল, হরমুজ প্রণালী খোলার আগে সেটি পরিচালনা কীভাবে করা যায়। এই দুই দফা মেনে নিলে এবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে স্বাভাবিকভাবে জাহাজ চলাচল শুরু করার পর পরমাণু বিষয়ক আলোচনা শুরু করার কথা ভাববে ইরান। এদিকে ট্রাম্প বলেছেন, ইরানকে হার স্বীকার করে পরমাণু কর্মসূচী থেকে সরে আসতেই হবে। শুধু তা হলেই তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করা যাবে। অন্যদিকে ইরানের বক্তব্য, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ হবে 'আমেরিকা মুক্ত'।

ধরিত্রী দিবসে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে পার্লামেন্টের বাইরে জলবায়ুকর্মীরা

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৪)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০৩০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ কিডনির অসুখ কি সারে? এই অসুখের চিকিৎসা কি?

বিজন দাস, বেলেঘাটা

উঃ কিডনির অসুখে আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি যথাযথভাবে বেরিয়ে যেতে পারে না, ফলে এইসব পদার্থ এবং জল শরীরে জমে যায় এবং নানারকম উপসর্গের সৃষ্টি করে। ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি শরীরে জমে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় রেনাল ফেলিওর (Renal failure) । যখন কোন সাময়িক কারণে হঠাৎ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর (Acute Renal Failure) বলে। তখন চিকিৎসা করলে এই অবস্থা ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন সংক্রমণ (Infection). রক্ত সঞ্চালন হঠাৎ কমে যাওয়া (Ischaemia), সাপের কামড়, ওষুধ থেকে, আঘাত জনিত কারণে (Trauma) প্রভৃতিতে। এক্ষেত্রে সঠিক কারণ দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে।

আবার যখন কোনো দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) অসুখের প্রভাবে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন ধীরে ধীরে কিডনির অবস্থা খারাপ হতে থাকে-এই অবস্থাকে বলা হয় ক্রনিক রেনাল ফেলিওর (Chronic Renal Failure)। যেমন ডায়াবেটিস মেলিটাস, উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), SLE, টিউমার, প্রভৃতির প্রভাবে, বিশেষত ওইসব অসুখের ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে কিডনির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে, অনেকের ক্ষেত্রে দ্রুত, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে। এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ডায়ালিসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হতে পারে।

রেনাল ফেলিওরে খাদ্যাভাস বদলাতে হবে। প্রোটিন জাতীয় খাবার যথাসম্ভব কম দিতে হবে। জলের পরিমাণ কম দিতে হবে। রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়ামের মাত্রা ঠিকঠাক রাখতে হবে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিকঠাক রাখতে হবে। দেখতে হবে কোন ক্ষতিকর ওষুধ যেন হঠাৎ ব্যবহার না করা হয়, যেমন ব্যথার ওষুধ, অ্যামিকাসিন, জেন্টামাইসিন প্রভৃতি ওষুধ। রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। SLE জাতীয় অসুখের চিকিৎসা করতে হবে। অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরে ইনফেকশন, সাপের কামড় প্রভৃতির চিকিৎসা করতে হবে। ডায়ালিসিস হল কিডনির অসুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শরীরের জমে যাওয়া বর্জ্য পদার্থ এবং অতিরিক্ত জল শরীর থেকে কৃত্রিম ভাবে বার করে দেওয়া হয়। ডায়ালিসিস হিমোডায়ালিসিস (Haemodialysis) বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Peritoneal Dialysis) হতে পারে। হিমোডায়ালিসিসে রক্ত একটি ছাঁকনির মত জিনিসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, এবং বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয়। পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে পেটের পেরিটোনিয়াল নামক পর্দা থেকে ডায়ালিসিস করা হয়। যখন কোনো রোগি গুরুতর অসুস্থ থাকে, যার হিমোডায়ালিসিস করা খুবই শক্ত তার ক্ষেত্রে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করা হয়। তবে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ডায়ালিসিস করতে হয়। ক্রনিক রেনাল ফেলিওরে সপ্তাহে দুই বা তিনবার ডায়ালিসিস করতে হয়-যখন রোগী ওই অবস্থায় পৌঁছে যায়। এই প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়সাধ্য এবং এর থেকে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখের চিকিৎসায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney Transplantation)। এক্ষেত্রে রোগীর ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি বাদ দিয়ে অন্য কোন সুস্থ মানুষের (সাধারণতঃ নিকট আত্মীয়) কিডনি, বা মৃতদেহ থেকে সংরক্ষিত কিডনি নিয়ে স্থাপন করা হয়। HLA TYPING এবং আরও অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দাতা (Donar) খুবই নিকটাত্মীয় হলে প্রতিস্থাপন সফল হবার সম্ভাবনা বাড়ে। এটি খুবই জটিল এবং ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া। প্রতিস্থাপনের পরও নজর রাখতে হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ খেতে হয়। সুতরাং কিডনির অসুখের চিকিৎসা খুব সর্তকভাবে করতে হয়।

প্রঃ আমার ডান পা ফুলে গেছে এবং ব্যথা করছে। কি কারণে হতে পারে এবং চিকিৎসা কি? *ছবি পাল, বেহালা*

উঃ অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন সংক্রমণ গাউট বা গেঁটে বাত (Arthritis), চোট লাগা প্রভৃতি। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, যেমন রক্তপরীক্ষা, এক্স রে প্রভৃতি করে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রঃ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানালে উপকৃত হব?

সমর বসাক, শিলিগুড়ি

উঃ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় তিনটি প্রধান ভাগ আছে- (১) খাদ্যাভাস পরিবর্তন, (২) শারীরিক কাজ বাড়ানো, (৩) ওষুধ।

(১) খাদ্যাভাস পরিবর্তন ঃ উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করতে হবে, যেমন চা বা তরকারিতে চিনি, কোল্ড ড্রিংকস, আইসক্রিম, দোকানের মিষ্টি প্রভৃতি। ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। তৈলাক্ত খাবার-পাঁঠার মাংস, ডিমের কুসুম, ফাস্ট ফুড যথাসম্ভব কম খেতে হবে। সবুজ শাকসবজি, কিছু ফল (শশা, পেয়ারা, আপেল, লেবু) যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া ভাল। ডাল, মটর জাতীয় খাবার, মাছ, দুধ প্রভৃতি খেতে কোন সমস্যা নেই। মুরগির মাংস খাওয়া যায়। নুন কম খাওয়াই ভাল। কাজেই খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

(২) শারীরিক সক্রিয়তা ঃ হাঁটাচলা করা খুবই দরকার। যারা বেশি চলাফেরা করেন না, তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বাড়ে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণেও সমস্যা হয়। রোজ পঁয়তাল্লিশ মিনিট অথবা তিন কিলোমিটার হাঁটা ভাল। যদি সম্ভব হয় জগিং বা ব্যায়াম করা উচিত। যেভাবে হোক শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখা দরকার। সাইক্লিং একটি ভাল ব্যায়াম। যোগব্যায়ামও করা যেতে পারে। এইভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। শুধু তাই নয়, ব্যায়াম বা হাঁটার ফলে ওষুধের কাজ আরও ভাল হয়। নেশা, যেমন ধুমপান, মদ্যপান এবং মানসিক চাপ কমাতে হবে।

(৩) ওষুধ-খাওয়ার ওষুধ (Oral Anti diabetic drugs) ঃ অনেকরকম খাওয়ার ওষুধ আছে যেমন Metformin, Sulphonylureas (Gliclazide, Glipicizide, Glimiperide), Gliptins (Sitagliptin), Repaglinide প্রভৃতি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।

প্রঃ অ্যানিমিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। আমার মাকে সম্প্রতি রক্ত দিতে হয়েছে। *শিখা দত্ত, বালি*

উঃ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে অনেকেরই রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়। এর ঠিকমত কারণ বার করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা হল, রক্তে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) বা হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া। এর ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—ক্লান্তি, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া প্রভৃতি। এছাড়াও মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে। চামড়া ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যায়। হাত, পা ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

প্রথামাফিক

কলকাতা সংলগ্ন জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, ভোটের সময়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কিছুটা ছাড় তো দিতেই হয়। বাসের ছাদে বসে গন্তব্যে পৌঁছানোর ছাড়। সাধারণ সময়ে যে বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকে, নির্বাচনের অজুহাতে সেখানেই 'ফস্কা গেরো'। ফলত জীবনের গ্যারান্টিকে বাজি রেখে প্রতিদিন বাড়ির পথে যাচ্ছেন বহু মানুষ। কারণ একটাই। নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পালন করতে। ঝুঁকি বিনে সফরের উপায়ও নেই। এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের কারণে রাস্তায় বাসের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমেছে। পরিযায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে চাকুরিজীবীরা তাহলে বাড়ি ফিরবেন কীভাবে। দূরপাল্লার ট্রেন থেকে বিভিন্ন স্টেশনে নামা অজস্র ক্লান্ত মানুষ এই ফুটিফাটা গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষমান। ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে ওঠা প্রায় অসম্ভব, অল্পকয়েকটা বাসে জায়গা নেই, ব্যক্তিগত গাড়ি ভাড়া করে যাওয়ার জন্য গ্যাঁটে পয়সা নেই। 'অগত্যা মধুসূদন' বাহন চালকদের অতিরিক্ত পয়সার দাবি মেনে এবং বাসের ছাদে করেই বিপজ্জনক যাত্রাকেই বেছে নিতে হচ্ছে। বাড়ি ফেরার এই করুণ চিত্র লকডাউন পর্যায় পেরিয়ে আজও অতি নির্মম বাস্তব। নির্বাচন আসে, নির্বাচন যায়—এই সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়েছে। এরজন্য কাউকে জবাবদিহিও করতে হয় না।

এবার আসি স্কুলের কথায়। যে সমস্ত স্কুলগুলোতে পোলিং সেন্টার হয়, তাঁর অধিকাংশেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সেখানের পঠনপাঠনের ক্ষতি তো হচ্ছেই। আবার যে স্কুলগুলো নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরছে না, সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীদের শোচনীয় অবস্থা। সেসব স্কুলে যাতায়াতের রাস্তা অবরুদ্ধ, স্কুলের গাড়ি ভোটের কাজে নেওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপদ বুঝে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে। অনেক স্কুল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যাতায়াতের দায়িত্ব অভিভাবকদের বাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান অতীতেও হয়নি, এখনও না। এমনিতেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত অনেক স্কুলেই নিয়মিত পড়াশোনা হয় না। তারপর নির্বাচন যেন গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। অনলাইনে পড়াশোনায় যোগদান করা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সম্ভবও নয়। অনেক অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া। এত সমস্যার বিকল্প অথবা সমাধান কোন পথে করা যায়, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই নির্বাচন কমিশনের এবং সরকারের।

নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তাকে সঠিক পথে সুসংহতভাবে পরিচালনা করাটাই নির্বাচন কমিশন ও সরকারের কাজ। স্বাধীনোত্তর কালে গোটা দেশ জুড়ে অসংখ্য নির্বাচন পার হয়ে গেল। মানুষের বিড়ম্বনা কমাতে কেউই এগিয়ে আসেনি। এটা অবশ্যই একটা প্রহসন।

প্রভুর তেজ

লোকনাথ গোস্বামী

নীলাচল শ্রীজগন্নাথের স্থান। কিন্তু প্রভুর তেজে জগন্নাথের তেজও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। হইবারই কথা। চিরকালই জীবের নিকট অচল জগন্নাথ হইতে সাল জগন্নাথ বড় হইবেন। নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া ঠাকুর মহাশয় উৎকলে, নৃসিংহপুরে, শ্যামানন্দের স্থানে চলিলেন। শ্যামানন্দের পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল সদগোপ জারি। অল্প বয়সে শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া অম্বিকা কালনায় আসিয়া হৃদয়ানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। সেখান হইতে ভারতবর্ষের তাবৎ তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হবেন। সেখানে তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী আপন নিকটে রাখিলন, রাখিয়া ভক্তি শাস্ত্র অধ্যায়ন করাইতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের দায়িত্ব আসিয়া নিজ দেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দের প্রভাবের কথা কি বলিব। ব্রাহ্মণেও তাঁহার চরণ বরণ করিতে লাগিলেন ও রসিক মুরারি তাঁহার শিষ্য হইবেন। এইরূপ উক্ত আছে যে, তাঁহার শিষ্য রসিক সর্ব্বসমক্ষে রথারোহন করিয়া গোলকে গমন করিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের স্থানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। যে ঠাকুর মহাশয় নাম বলিয়া শ্যামানন্দ ও তাঁহার মন প্রেমে পুলকিত হইতেন, তিনি এখন তাঁহাদের সম্মুখে। শ্যামানন্দের বাড়ীতে দিবা নিশি উৎসব আরম্ভ হইল। কয়েক দিবস পরে ঠাকুর মহাশয় বিদায় চাহিলেন।

স্লাভয়জিজেক— শব্দ কখনওই 'শুধু শব্দ' নয়। শব্দ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের সীমা কত দূর, সেকথা তারা বুঝিয়ে দেয়।

ববমার্লে— সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা ভালো ব্যাপার হলো, তা যখন তোমাকে ধাক্কা মারে, তোমার ব্যথা লাগে না।

ম্যালকম এক্স— কেউ যদি ভাবনা চিন্তা করতে চায়, তার জায়গা হিসেবে আমি কলেজের পরেই জেলখানাকে রাখব।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ মে — আন্তর্জাতিক মে দিবস।
রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭
আমেরিকায় আট ঘণ্টা কাজের দাবি তুলল ব্যবসায়ী ও শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৮৪

২ মে — সোভিয়েত সৈন্যরা রাইখস্ট্যাখের ওপর লাল পতাকা ওড়াল ১৯৪৫
চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১
আমেরিকান সৈন্যরা হত্যা করল ওসামা বিনা লাদেনকে ২০১১

৩ মে — কার্গিল যুদ্ধ শুরু ১৯৯৯
সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করলেন সুভাষ চন্দ্র বোস ১৯৩৯

৪ মে — ব্রিটেনে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু ১৯১৬
গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড চালু হল ১৯৫৯

৫ মে — মোঘল সাম্রাজ্যের শাসক হলেন কুবলাই খান ১২৬০
সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্টদের পত্রিকা 'প্রাভদা' প্রকাশিত হল ১৯১২

৬ মে — হিটলারের ডায়েরি প্রকাশ্যে এল ১৯৮৩
সিরিয়াতে প্রথমবার মসজিদে প্রবেশ করলেন পোপ জন পল ২০০১

৭ মে — কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর জন্ম ১৮১২
মার্শাল টিটোর জন্ম ১৮৯২

৮ মে — হরিজন আন্দোলন শুরুর আগে গান্ধীজির ২১ দিনের অনশন শুরু ১৯৬৩
অক্সিজেন ছাড়া মাউন্ট এভারেস্টে উঠলেন রিনহোল্ড মেসনার এবং পিটার হ্যাবেলার ১৯৭৮
গুটি বসন্ত নিরাময় করা নিয়ে WHO-এর ঘোষণা ১৯৮০

৯ মে — মহারানা প্রতাপের জন্ম ১৫৪০

১০ মে — লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল ১৮২৪
আমেরিকায় প্রথম মাতৃদিবস পালন ১৯০৮

১১ মে — সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭
বাইজেনস্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট হলেন আলেকজান্ডার ৯১২ খ্রী. পূ.

১২ মে — ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের জন্ম ১৮২০
শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩
প্রথম কিউবা সফরে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ২০০২

১৩ মে — ভারতে রাজসভার প্রথম বৈঠক ১৯৫২
ডঃ জাকির হোসেন ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি হলেন ১৯৬৭
ফর্মুলা ওয়ান প্রতিযোগিতা প্রথম চালু হল সিলভারস্টোনে ১৯৫০

১৪ মে — গুটি বসন্তের প্রথম টিকা দিলেন এডওয়ার্ড জেনার ১৭৯৬
আমেরিকার প্রথম স্পেস স্টেশন 'স্কাইল্যাব' স্থাপিত হল ১৯৭৩
চলচ্চিত্র নির্দেশক মৃণাল সেনের জন্ম ১৯২৩

১৫ মে — সহধর্মিনী মেরি কুরীর সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেলেন পিয়েরে কুরি ১৯০৩

১৬ মে — জোয়ান অফ আর্ককে দীক্ষিত করলেন পোপ বেনেডিক্ট XV ১৯২০

১৭ মে — ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির শুনানি শুরু হল আমেরিকার টেলিভিশনে ১৯৭৩

১৮ মে — ফ্রান্সের সম্রাট হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৮০৪
মাউন্ট সেন্ট হেলেনা থেকে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ১৯৮০

১৯ মে — প্রথম সার্কাস শুরু হল আমেরিকায় ১৮৮৪

২০ মে — ১৭টি দেশের একক প্রথা (মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড) নিয়ে ঐক্যমত ১৮৭৫
পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মমতা ব্যানার্জি ২০১১
আমেরিকা থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিল কিউবা ১৯২০

২১ মে — বিশ্ব সন্ত্রাস বিরোধী দিবস
ড্যানিয়েল ডিফোকে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগে জেলে পাঠানো হল ১৭০৩
কলম্বিয়া থেকে দাসত্ব প্রথা রদ হল ১৮৫১

২২ মে — ফরাসী কবি ভিক্টর হুগোর প্রয়াণ ১৮৮৫

২৩ মে — তিব্বতের দখল নিল চিন ১৯৫১
পশ্চিম জার্মানী গঠন হল ১৯৪৯
নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী জাতির সেবায় উৎসর্গ করা হল ১৯১১

২৪ মে — কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯
থার্মোমিটারের আবিষ্কারক ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইটের জন্ম ১৬৮৬

২৫ মে — ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম ১৯০৬
রাসবিহারী বোসের জন্ম ১৮৮৬
আয়লার ঝড় ২০০৯

২৬ মে — ভারতের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী ২০১৪

২৭ মে — গান্ধীজির হত্যার বিচার শুরু ১৯৪৯
নির্বাচন পর্ব চুকিয়ে স্বদেশ রাশিয়াতে ফিরলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপক লেখক (১৯৭০) আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন ১৯৯৪

২৮ মে — অ্যামেনেস্টি ইনটারন্যাশন্যালের প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪

২৯ মে — আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পতাকায় সরকারি স্বীকৃতি ১৯১৬

৩০ মে — কলকাতায় প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র প্রকাশিত হল ১৮২৬
ইংল্যান্ডে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ ১৩৮১
তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে ছাত্রদের তুমুল বিক্ষোভ ১৯৮৯

৩১ মে — অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে উসেইন বোল্ট নতুন রেকর্ড গড়লেন ২০০৮
ডুবন্ত টাইটানিক জাহাজের শেষ বেঁচে থাকা যাত্রী মিলিভিনা ডিনের মৃত্যু হল সাউদাম্পটনে ২০০৯

দেশে বছরে ৩২ কোটি টন খাবার নষ্ঠ

কিশোরকুমার বিশ্বাস

আশির দশকেও যারা ভারতের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে চর্চা করতেন তারা মনে করতেন এখনও কেন দেশের সব মানুষ কেউ পেট ভরে দুবেলা খেতে পায় না। সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল খাদ্যোৎপাদন বাড়ছে। তাই শীঘ্রই এই আশা পূর্ণ হবে। চাই সঠিক অর্থনীতি যাতে অন্তত মানুষকে প্রয়োজন মতো খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থনীতিবিদ্‌রা উদাহরণ দিতেন শ্রীলঙ্কার। শ্রীলঙ্কা বহু আগের থেকেই মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে বিশ্বে পরিগণিত এবং ঐ দেশের মানুষের গড় আয়ু ১৯৮০-এর দশকে প্রথমদিকে ছিল ৭৫ বছর। তখন ভারতে তা ছিল ৫৫/৫৬ বছর। কিন্তু এরপরে পরিস্থিতি পাল্টায়। ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং খাদ্যউৎপাদনের হার বাড়তে থাকে। ভারত গত প্রায় দু'দশক ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে তার প্রয়োজনের বেশি হওয়া খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করে।

ভারতের খাদ্যের অপচয় কমানো অত্যন্ত জরুরি

একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রায় ৮০ কোটি টন খাদ্যদ্রব্য নষ্ঠ হয় প্রতি বছর। তবে কিছু কিছু গবেষক অবশ্য এই পরিমাণ আরো বেশি বলে মনে করেন। ভারতে যে পরিমাণ খাবার নষ্ট হয় তা প্রায় ৩৮ কোটি মানুষকে পুরোপুরি দু'বেলা ভাল করে খাইয়ে রাখার তুল্য।

একটি মধ্যবর্তী মত হল খাদ্য বিলি করতে হলে নীচের দিকের ৫০ কোটির মানুষকে এখন এই পরিকল্পনার আওতায় আনা উচিত। আসলে দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির ঢক্কানিনাদ এই একটি বিষয়েই হাল্কা হয়ে যায় এবং বোঝা যায় দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা কতখানি শোচনীয়। এছাড়া তো আছে সমাজের মহিলা সহ বিভিন্ন অংশের মানুষকে সরাসরি অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা।

এবারে একটা বিষয় ভাবা দরকার তা হল খাদ্যবিলি করে দেশের উৎপাদিত খাদ্যের আসল সদ্ব্যবহারই করা হচ্ছে। কারণ যদি এইভাবে খাবার বিলি না হত তবে হয় খাদ্যোৎপাদন কমানোর কথা ভাবতে হত। নয়তো কিছু মানুষ ভালভাবে খেতে পেত না। তাই খাদ্য বিলি ব্যবস্থাকে বেশি আঘাত করে লাভ নেই। কারণ ঐ খাদ্যের কিছুটাহলেও সদ্ব্যবহার হচ্ছে এই পরিকল্পনার ফলে।

খাদ্য উৎপাদন এবং অপচয়ের কিছু হিসাব

ভারতে খাদ্যদ্রব্যের কত পরিমাণ অপচয় হয়। একটা হিসাব হল প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার। অর্থাৎ যা প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার। তবে বর্তমানে ডলারে হিসাবে এটা বাড়বে। এই অপচয়ের মধ্যে আছে খাদ্যশস্য, সব্জি এবং নানা ধরনের ফল। এর একটা বড় কারণ হল প্রায় ৭০% কৃষকের কোন কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা নেই তাদের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে। এতে সহজেই বোঝা যায় যদি দেশের কৃষকদের কোল্ডস্টোরজের সুবিধা ঠিক না থাকে তবে ফল, টমেটো, দুধ প্রভৃতি দ্রব্য নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে যত পরিমাণ কোল্ডস্টোরেজ আছে সংখ্যার বিচারে উত্তরপ্রদেশে তার চেয়ে বেশি আছে ঠিকই। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বহুগুণ বড় রাজ্য। তাই বিশেষত আলুর রাখার কারণে এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি কোল্ড স্টোরেজ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্যের অপচয় বেশি হয়, তা জানা দরকার। এরমধ্যে সর্বাধিক হল পরিবহন ক্ষেত্র।

তাহলে মজুত করার কারণগুলি কী কী হতে পারে?

প্রথমত, ফসল তোলার পরই আমাদের তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এটা না হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দাম কী কী হতে পারে, কৃষিজ পণ্যের? তা ঠিকঠাক হতে গেলে মজুত ঠিক হওয়া চাই। না হলে উৎপাদনের পরপরই প্রচুর নষ্ট হবে।

চতুর্থত, এর ফলেই কৃষকের অবস্থা খারাপ হতে পারে সর্বসাধারণের জন্য। চাষের জন্য ঋণ করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যদি ফসল ঠিক মত রক্ষা না করতে পারে তাতে কৃষকের ঋণগ্রস্থতা তৈরি হবে। এবং এরজন্য তাদের জীবনহানিও হয়।

কীভাবে গড়ে উঠেছে স্টোরেজ ব্যবস্থা

ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি-দুরকমভাবেই মজুতকরণের ব্যবস্থা চালু আছে। তবে সর্বাধিক বড় ব্যবস্থার দায়িত্বে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এরজন্য অবশ্য রাস্তাঘাট, রেললাইন, সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর ব্যবস্থা প্রয়োজন। জলের ব্যবস্থা, মানুষ থাকার জায়গা ইত্যাদি চাই।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩৫৪ মিলিয়ন টন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে এফসিআই এবং রাজ্য সরকারের গড় দামে ৯১৪ লক্ষ টন খাবার আছে। গত এপ্রিল ২০২৬-এর হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট আপৎকালীন (বাফার) মজুত থাকার পরিমাণ ৬০২ লক্ষ টন। এর মধ্যে চাল ৩৮০ লক্ষ টন এবং গম ২২২ লক্ষ টন। তবে এটা লক্ষ্যের প্রায় তিন গুণ বেশি রাখা আছে।

এই ব্যবস্থা তৈরি হয় ১৯৬৫ সাল থেকে, পার্লামেন্টে আইন পাশ করে। এরা বিভিন্ন গুণমানের স্টোরেজ ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া আছে রাজ্য সরকারের দ্বারা তৈরি গুদাম বা স্টোরেজের ব্যবস্থা। এদেরও মোট পরিমাণ সমগ্র দেশে ১০০ মিলিয়ন টন। এছাড়া আছে সেন্ট্রাল ওয়্যার-হাউজিং কর্পোরেশন। এর কৃষিজ এবং সারের নির্দিষ্ট কিছু দ্রব্য গুদামজাত করে। এই অনুকরণে স্টেট ওয়্যার হাউজিং কর্পোরেশনও আছে। বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের বেসরকারি স্টোরেজ ব্যবস্থা। এই বেসরকারি সংস্থাগুলো আবার অনেক ক্ষেত্রে এফ সি আই কে ভাড়াও দেয়।

নষ্ঠ খাদ্যে পরিবেশ দূষণ

এই বিষয়টি সাধারণত হিসেবে আনা হয় না। নষ্ঠ খাদ্যদ্রব্যের ফলে কতটা ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। পচা শস্য বা খাদ্যদ্রব্যের জন্য যে মিথেন গ্যাস বাতাসে মেশে তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। তাই খাদ্য নষ্ঠ হলে এর পেছনে জল, সার, টাকা, মানুষের শ্রম সবই নষ্ঠ হয়। মিথেন গ্যাস বাতাসে মিশলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। মিথেন গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় ২৮ গুণ বেশি ক্ষতিকর। গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে নষ্ঠ হওয়া খাদ্যের জন্যই মোট ক্ষতিকারক নিঃসরণের ৬-৮ শতাংশ দায়ী।

আশা ভোঁসলে

(১৯৩৩-২০২৬)

নিজস্ব প্রতিনিধি- এতটা দীর্ঘ সময় ধরে একটা দেশে দু'জন সহোদরা নেপথ্যসঙ্গীতের সাম্রাজ্যের অধীশ্বর থাকেন নি। আশা ভোঁসলের মৃত্যু তাই শুধুমাত্র একটা মধুর কণ্ঠের নীরবতা নয়, একটা যুগের পরিসমাপ্তি। দিদি লতা যদি হন স্বর্গের রাণী, আশা ভোঁসলে তবে মর্তের গুলবাগিচা।

হিন্দি ছবিতে আশা প্রথম একক গান গাওয়ার সুযোগ পান 'রাত কি রানি'-তে (১৯৪৯)। লতার সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক মাত্র চার বছরের। লতার এবং আশার গানের মধ্যে একটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। লতার 'বাঁহো মে চলে আও' যেমন বিশুদ্ধ প্রেমের জাগরণ। আর আশার 'হোনা হ্যায় জো, হো জানে দো' যেন গোটা আসর জুড়ে আগুনের ফুলকি। পরিবারে দুই বোন উষা আর মীনা, ছোট ভাই হৃদয়নাথ। বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন ভ্রাম্যমান নাটক দলের কর্ণধার। পরিবারে গান-বাজনার রেওয়াজ ছিল ভাল রকমের। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বছরেই দীননাথের প্রয়াণ। সংসারের হাল ধরেন বড় মেয়ে লতা। আশা তখন সংসারের দায়-দায়িত্ব নিয়ে অতটা ভাবতেন না।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাড়ির মতামত উপেক্ষা করে পালিয়ে বিয়ে করলেন আশা। পাত্র তাঁর থেকে কুড়ি বছরের বড়। পাত্রটি হলেন দিদি লতার ব্যক্তিগত সচিব গণপতরাও ভোঁসলে। ভেবেছিলেন সুখের নীড় বাঁধবেন। স্বপ্ন সব চুরমার হয়ে গেল। একদিকে বাপেরবাড়ির সঙ্গে অশান্তি এবং দূরত্ব, অন্যদিকে শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক এবং মানসিক নিগ্রহ চলতেই থাকল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ। লতা উঠে আসছেন দেশের সুরসম্রাজ্ঞী হয়ে। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকের বছরগুলোতে আশা

হিন্দিতে সেভাবে কোনও প্লেব্যাকের সুযোগ পান নি। বরং ছোটদের লিপে (১৯৫৪) 'বুট পালিশ' ছবিতে আশার গান হিট করেছিল। তখন গীতা দত্তের রমরমা। কিন্তু তাঁর কর্তা গুরুদত্তের ইচ্ছা গীতা দত্ত তাঁর প্রযোজনার গানেই যুক্ত থাকুক। অন্যদিকে শঙ্কর জয়কিষাণ এবং ও পি নায়ার বেছে নিলেন আশাকে। ''মুড় মুড় কে না দেখ'', ''হম সব চোর হ্যায়''—একটার পর একটা হিট। জয়যাত্রা শুরু হল আশার। 'তুম সা নহী দেখা' মধুবালার লিপে 'আইয়ে মেহেরবান' এখনও সমান সতেজ। সেই সময় শচীনদেব বর্মনের সঙ্গে লতার সম্পর্কটা একটু ফিকে হয়। এই সময়ে বেশ কয়েকটা ফিল্মে প্লে ব্যাক করেছেন আশা। এখন ফিল্মের আদব কায়দা পরিবর্তন হচ্ছে। হেলেনের নাচের সঙ্গে আশার গান অপরিহার্য হয়ে উঠল। নতুন নতুন নায়িকারা উঠে আসছেন। আশা পারেখ, শর্মিলা ঠাকুর। যে মদনমোহন লতাকে ছাড়া ভাবতেই পারতেন না, তাঁকেও ভাবতে হল আশাকে। 'ঝুমকা গিরা রে', 'আভি না যাও ছোড়কর', 'আগে ভি জানে না তু' গেয়ে মাত করেছিলেন আশা। এরপর ১৯৬৬-তে রাহুল দেববর্মন আশাকে দিয়ে বিপ্লব ঘটালেন। 'দম মারো দম', 'চুরালিয়া হ্যায় তুমনে'-র সঙ্গে ভিন্ন শৈলীর গানেও মুন্সিয়ানা ফুটিয়ে তুললেন আশা। যেমন 'ইজাজত', 'উমরাওজান'-এর গান।

৮০ বছরের কেরিয়ারে ২০টি ভাষায় ১২ হাজার গান গেয়েছেন আশা। বাংলা গান শুরু করেছেন ১৯৫৮ থেকে। 'নাচ ময়ূরী নাচ রে', 'আকাশে আজ রঙের খেলা' ইত্যাদি। এরপর থেকে সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রাহুল দেব বর্মন, আশাকে নিয়মিত কাজ দিতে শুরু করলেন। 'মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ গো', 'যেতে দাও আমায় ডেকো না' সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতও আছে। 'ফরিয়াদ' ছবি সুচিত্রার লিপে 'আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কী' এখনও কাছে টানে।

বাংলা সহ ভারতীয় নানা ভাষার ছবিতে গান গেয়েছেন আশা। তার মধ্যে গজল, ভজন, লোকগান যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতিও। বাংলা গানে নানা সুরকারের সঙ্গে আশা ভোঁসলে কাজ করেছেন। তাঁর সেই কাজ দশকের পর দশক ধরে বাঙালি সংস্কৃতির সম্পদ হয়ে থাকবে। দশ বছর বয়সে মারাঠি চলচ্চিত্রে প্রথম প্লে-ব্যাক করেন আশা। সালটা ছিল ১৯৪৩। দেশে বহু শ্রোতা আশার গান শুনেছেন মন দিয়ে আবার অপসংস্কৃতি বলে কিছু মানুষ দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আশা নাছোড়বান্দা। দিদির সঙ্গে টক্কর, দাম্পত্য বিচ্ছেদ, সন্তানদের মৃত্যু কোনও কিছুই ওস্তাদ আলি আকবর খানের এই শিষ্যাকে থামাতে পারে নি। তাঁর প্রয়ানে এত ভিভিআইপি দের সশ্রদ্ধ বার্তা সবই 'মেরা কুছ সামান' এর মত হেলায় পড়ে রইল। সুরের অমৃতলোকে যাত্রা করলেন আশা।

অনিশ্চিত বাজার, এগোতে হবে বুঝে

জীবনচন্দ্র পাইন

অনেকগুলি নেতিবাচক দিক বাজারকে স্থিরতা দিতে বিলম্ব করছে। এখনও পুরোপুরি 'হরমুজ প্রণালী' উন্মুক্ত হয়নি। বরং তা নিয়ে দ্বন্দ্ব আরও বাড়ছে। তাছাড়া অশোধিত তেল ও ডলারের দাম বেশ উঁচু জায়গায় উঠে আছে, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে সমস্যায় ফেলতে পারে আগামীদিনে। দেশে বাড়ছে মূল্যবৃদ্ধির হার। খুচরো বাজারে (মার্চ '2026) তা পৌছেছে 3.40% এ। পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি সর্বাধিক 3.88%-এ পৌছেছে। দেশে ঋণের চাহিদা যে হারে বেড়েছে (16%), ব্যাঙ্ক জমায় বৃদ্ধি তার তুলনায় (13.4%) কম। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে আমানত বাড়াতে সুদের হার বাড়াতে হতে পারে। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শেয়ারবাজার অস্থির। কম দামে শেয়ার কেনার সুযোগ এলেও অনেকে তা কাছে লাগাতে সাহস পাচ্ছে না। তবে SIP -র সাথে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে লগ্নি বহাল রয়েছে।

এ বছর আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ভালো নয়। আশঙ্কা এল নিনোর প্রভাব বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় 6% কম হবে। ফলে কৃষিকার্য মার খাবে। বাড়তে পারে খাদ্যপণ্যের দাম। ফলে গ্রামিন অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়েছে আর্থিক ফল বেরোনো বিভিন্ন কোম্পানির। চলবে মে'র শেষ পর্যন্ত। TCS -এর নীটমুনাফা 12% বৃদ্ধি পেয়েছে। HDFC-BANK -এর নীট মুনাফা 8% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 20,350 কোটি টাকা। ICICI-BANK 9.28% নীট মুনাফা বৃদ্ধি করে হয়েছে 14, 755 কোটি টাকা। এছাড়াও ও Yes Bank, HDB-FINANCE, ICICI-PRU এবং ICICI-BOMBART-এর ত্রৈমাসিক আর্থিক ফল মোটের উপর আশাব্যঞ্জক।

নীচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা গেল।

শ্রীনগর জুয়েলার্স (Srinagar Jwellers) ঃ এটি একটি স্বর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় হিন্দু নারীদের বিবাহের শুভ চিহ্ন 'মঙ্গলসূত্র' তৈরি করে। এই কোম্পানির আইপিও (IPO) যখন বাজারে আসে তখন মোট চাহিদার ৬০ গুণ আবেদন জমা পড়েছিল। ১৫৫-১৬৫ টাকার price brand-এর IPO লিস্টিং হয়েছিল ১৮৮ টাকায় NSC-তে। এদের তৈরি মঙ্গলসূত্র এরা খুচরো বাজারে বিক্রি করে না। 18 ক্যারেট, 22 ক্যারেট এবং 24 ক্যারেট সোনায় অ্যামেরিকান হীরা (American Diamond) এবং মুক্ত সহযোগে তৈরি করে যার চাহিদার আকাশচুম্বী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে। বর্তমান শেয়ার মূল্য (205 টাকা) অনুযায়ী শেয়ারের দাম সস্তা। Return on Capital employed 32% , Return on Equity 37% । মোটের ওপর Profit মার্জিন 44% এবং বিক্রি 21% । শেষ ত্রৈমাসিকে (Dec' 2025) নীট মুনাফা 13 কোটি থেকে 30 কোটি হয়েছে। বর্তমান দামে (205 টাকার আশেপাশে) বিনিয়োগভাবনা থাকবে।

প্রিসিসন ওয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড (Precision Wire India Limited) ঃ বৈদ্যুতিক তার তৈরির কোম্পানি। 1989 সাল থেকে এর কর্মকাণ্ড চলছে। দশকের পর দশক ধরে যা এক ধারাবাহিক উন্নতির ঐতিহ্য বহন করছে। গত কয়েকদশকে ধরে এই সেক্টরের গতি বেশ উর্দ্ধমুখী। এই সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে 'প্রিসিশন ওয়ার' একটি উজ্জ্বল নাম। ভারত সহ সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে এদের কর্মকাণ্ড। এরা মূলতঃ তামার তৈরি বৈদ্যুতিক তার তৈরি করে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফল খুব ভালো। Dec' 2024-এ 19 কোটি নীট মুনাফা থেকে Dec' 2025 নীট মুনাফা দাড়িয়েছে 38 কোটি টাকা। 26-27% Return on Capital Employed, 17% Return on Equity, গত 5–7 বছরের Profit margin 23% – 24%। এছাড়াও Promotor-এর হোল্ডিংও ভালো। বিভিন্ন বড় বড় MF (Mutual Fund) দের হোল্ডিং ও নজর এই শেয়ারে আছে। আগামীদিনে এদের কর্মকাণ্ড বেশ আশাব্যাঞ্জক। বর্তমান শেয়ারে দাম 340 টাকার আশেপাশে। উপর থেকে অনেক সংশোধন হয়েছে। এই লেবেল থেকে বিনিয়োগ ভাবনা রাখা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদে 400 – 410 টাকা মধ্যমেয়াদে 550 টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে মহাকাশ। SIPকেও এই শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারেন।

এছাড়াও এই হরমুজ নিয়ে নানা জটিলতা এবং 'ইরান-আমেরিকা' যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে যে অচলাবস্তা সারা পৃথিবী জুড়ে হল তাতে অনেকভালো ভালো শেয়ারের দাম তলানিতে ঠেকেছিল সেই সুযোগ যারা নিয়েছিল তারা কিছুটা মুনাফার মুখ দেখছেন। SBI, HDFC Bank, ICICI, HCL-Tech-Reliance ইত্যাদি শেয়ারে, বাজারের উর্দ্ধগতিতে দামে জোয়ার আসবে। Yes Bank-17 টাকার কাছে নীচে দেখাল। নিচের দামে যারা কিনেছিলেন তারা মুনাফা ঘরে তুলতে পারেন বা রেখে দিলেও দাম একবার 22-23 টাকার কাছে পাবেন। তবে যাই করবেন বাজারের পরিস্থিতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলাই দস্তুর।

Commodity

সোনা ও রুপো মোটামুটি একটা গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সোনা 1,38,000 – 1,52,000 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রুপো বারে বারে নিচে দেখিয়ে 2,50,000 কাছে ঘোরাফেরা করছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি টিক হয়ে গেলে এই দুটি মেটালে (metal) এ দামে কিছুটা ভাঁটা আসতে পারে। উপরে গেলে বেচে খেলতে পারেন। এবং ছোটি ছোটি করে লাভ ঘরে তুলতে পারেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি ঠিক হলে বিশ্বব্যাপি অশোধিত তেলের দামে ভাঁটা আসতে। Crude oil উপরের রেঞ্চে বেচে রাখুন। শেয়ারবাজারে জোয়ার আসলে crude oil-এর দামে নিম্নগতি দেখা দেবে।

মোটামুটি এই পর্যন্ত। খবরের ডালি নিয়ে দেখা হবে আগামীতে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবনচন্দ্র পাইন (9875530589 / 9830136198)

নির্বাচনের ইস্যু হোক পরিবেশ রক্ষা

রুপায়ন চৌধুরী

এই রাজ্যে আমরা বিভিন্নরকম ছবি দেখে অভ্যস্ত। যত্রতত্র রয়েছে বিভিন্ন ভিন্ন ছবি। সর্বত্রই মানুষের রোষে পরে নদী, পাহাড়, জঙ্গল বিপর্যস্ত। আর যারা এঁদের আশ্রয়ে থাকে তাদেরও অবস্থা বেগতিক। যেমন—পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি। পুরুলিয়াতে গ্রামের মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা, কাঁঠালজোলের বাঁধ আর সাঁতরাগাছির ঝিলে ক্রমশ কমছে পরিযায়ী পাখি। জঙ্গল দখল করতে রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছে পরিবেশকারীরা। তালিকায় রয়েছে আরও বিষয়। উত্তরবঙ্গের রেলপথে প্রতিনিয়ত মরছে হাতি। বীরভূমের খনি ও পাথর খাদানের সংলগ্ন অঞ্চলে গ্রামীণ মানুষরা ভুগছেন সিলিকোসিসে। এসব খবর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে সংবাদপত্রে। আদি গঙ্গার ওপর বাঁধ নির্মাণের ফলে শহরে বন্যার উৎপত্তি শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদ্‌রা। গত বছরে এই শহর কলকাতায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বেশ কয়েকদিন ধরে তিনশোর ওপরে ছিল। উত্তরবঙ্গে বারলা নদীতে অজস্র মরামাছের দেহ ভেসে আসার খবরও আমরা জেনেছি। বাড়ির পাশের পুকুরটা অদৃশ্য হওয়ার বিষয়টা আখছার ঘটছে। এসব খবর হয় তারপর চাপা পড়ে যায়। গ্রামের অনেক বাড়ির কুয়োর জল গ্রীষ্মকালে কমে আসে দিনের বেলায়। রাতে সেটা পূরণ হয়ে যেত। ইদানিং সেইসব কুঁয়ো শুকিয়ে গেছে। আশেপাশে অজস্র গভীর নলকূপ করা হয়েছে, ফলস্বরূপ জলের স্তর ক্রমশ নেমে যাচ্ছে।

রাজ্যের অনেক জেলায় নদী থেকে খাল কেটে সেচের জল নিয়ে যাওয়া হত। একরকম অনেক খালের অস্তিত্ব

এখন নেই। তা বুজিয়ে বাড়ি-ঘর তৈরি করা হয়েছে, দোকান তৈরি করা হয়েছে। ফলে যা সর্বনাশ হওয়ার তা হয়ে গেছে। অনেক চাষীর কাজকর্ম লাটে উঠেছে। চাষের জমিতে জঙ্গল বাসা বেঁধেছে। এসব বেআইনি কারবার প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘটছে। এর সমাধান হবে বলেও বিশ্বাস করেন না ক্ষতিগ্রস্তজনেরা।

এবার আসল প্রশ্নে আসি। এসব বিষয়গুলো আমাদের ভোটে আলোচ্য বিষয়বস্তু হলে কেমন হয়? এটা নিয়ে একটা কুতুবমিনারসম উদাসীনতা সকলের মধ্যে কাজ করে। প্রতিদিনের কূটকাচালিতে আমরা এত নিজেদের জড়িয়ে ফেলে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে যাই। যদিও বা মনে পড়ে যায় তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না। আবার ভাবি,আমাদের ক্ষমতা এতই কম যে এই বিষয়ের সমাধান করাতেই পারবো না। আসলে প্রকৃত সৃষ্ট সম্পদকে বেআইনিভাবে ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করে মুষ্টিমেয় মানুষ। অথচ আমরা সকলে প্রকৃতি ধ্বংসের বিষয়টা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের আগে আমরা কি এই অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দাবি করতে পারি না। প্রতিনিধি ভোট চাইতে এলে আমরা কি বলতে পারি না, পাড়ার পুকুরটাকে বাঁচান, বটগাছটার গোড়াটা বাঁধিয়ে দিন, যাতে মানুষ বিশ্রাম করতে পারে। নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার প্রস্তাব কি রাখা যায় না। সরকারের মেয়াদ তো পাঁচ বছরের। প্রাকৃতিক সম্পদের কোনও 'এক্সপায়ারি' ডেট নেই। একে অবলম্বন করেই অসংখ্য জীবন বেঁচে বর্তে রয়েছে।

প্রিয় সম্পাদক

ট্রেন লেট

ট্রেন যাত্রীদের এই অভিযোগ নিত্যদিনের। এটা পুরানো রোগ। সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোনও লক্ষণ নেই। পাশাপাশি রেলমন্ত্রক নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছে। 'বন্দে ভারত' নিয়ে বড্ড বেশি মাখামাখি চলছে। এই ধরনের দামি ট্রেনে ক'জন সাধারণ মানুষ সফর করেন? সাধারণ যাত্রীরা চায় কম ভাড়ায় যাতায়াত। সেটা কতখানি রেল দিতে পারছে? রেলদপ্তরের কাছে অনুরোধ, শহর ও শহরতলীর লোকাল ট্রেন পরিষেবার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হোক। যাত্রীদের সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সময়ে লোকাল ট্রেন চলাচলে আরও নজর দিতে হবে।

সুমিত বেরা, বারসত

হেডলাইট

ইদানিং দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু দু'চাকা ও চার চাকার গাড়ির হেডলাইটে বেশ তীব্র উজ্জ্বল সাদা রংয়ের আলো ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির চালক এবং পথযাত্রীদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। যাদের চোখের সমস্যা রয়েছে, তারা আরও বেশি সমস্যায় পড়ছেন। এর ফলে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। এই বিষয়টাতে ট্রাফিক পুলিশরা অত্যন্ত একটু নজর দিন।

সত্যব্রত দে, বারাসত

নিজস্ব রকেট

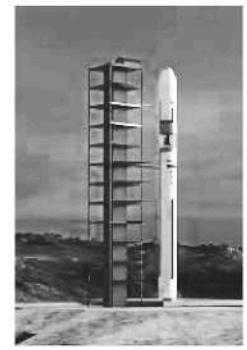

বেসরকারি স্তরে কোন ঢাকঢোল না পিটিয়ে কতরকম গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এসবের খোঁজখবরই রাখেন না দেশের অধিকাংশ মানুষ। সুরাটের ভারত স্পেস ভেহিকেল নিজস্ব রকেট তৈরি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন অনেক বৃহৎ বেসরকারি সংস্থাগুলো

নিজস্ব রকেট তৈরি করেছে। বিত্তবানদের মহাকাশের স্পৃহা মেটাতে তাঁদের বিভিন্ন প্রকল্পও রয়েছে। তাঁদের তৈরি এই বিশেষ রকেটের নাম 'অগস্ত্য-১'। এই রকেট নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম। এই প্রকল্পের পেচনে রয়েচে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র প্রাক্তন বিজ্ঞানীরা। অগস্ত্য-১ দুই স্তরের জ্বালানিযুক্ত রকেট। মহাকাশে স্যাটেলাইট পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সংস্থা গড়া হয়েছে। আগামীদিনে তাঁদের এই শুভ উদ্যোগ আরও সফল হোক।

সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি, শিয়ালদহ

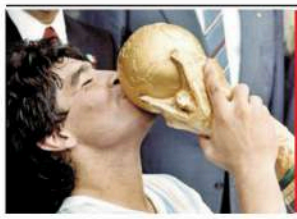

স্টেডিয়াম

মহিলা চ্যাম্পিয়ন বৈশালী

দাবার চাল দিতে মনোযোগী বৈশালী

সাইপ্রাস- ক্যান্ডিডেটস দাবার প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হলেন গ্র্যান্ডমাস্টার বৈশালী। শেষ রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন ছিল বৈশালীর। প্রথমত তাঁকে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাটোরিনা লাগানোকে হারাতে হবে। দ্বিতীয়ত কাজাখাস্তানের বিস্মিসার আসায়ুবায়েভাকে পয়েন্ট নষ্ট করতে হত। দ্বিতীয় কাজটি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে করেছেন বৈশাখীর সতীর্থ দিব্যা দেশমুখ। ফলে ৮.৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলে বৈশালী। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বৈশালী লড়বেন চিনের জ ওয়েনের বিরুদ্ধে। এতদিন দাবায় প্রচারের আলো পড়েছিল প্রজ্ঞানন্দের ওপর। বৈশালী ছিলেন অন্ধকারে। সকলেই তাঁকে চিনত 'প্রজ্ঞানন্দের দিদি' হিসেবে। চাপের মধ্যে শেষ রাউন্ডে সময়ে ঘুটি নিয়ে খেলা শুরু করেন বৈশালী। এবার দেখার চলতি বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিরুদ্ধে বৈশালী বাজিমাত করতে পারেন কি না।

বাধা লঙ্ঘন করে কিস্তিমাত

বাংলার নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যক ঘোষ

থাইল্যান্ড- থ্যালাসেমিয়া বাহক হওয়ার কারণে ক্লান্তি মাঝে মধ্যেই তাঁর গতিকে শ্লথ করে দেয়। সবরকম সমস্যাকে টপকেই তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন—বাংলার নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যক ঘোষ। থাইল্যান্ডের হুয়া হিনে ব্যাপক চেস ক্লাব ওপেনে বাংলার দ্বাদশতম এবং ভারতের ৯৫তম গ্র্যান্ড মাস্টার হলেন ২২ বছরের আরণ্যক। বিশ্ব র‍্যাংকিয়ে ৪০১ নম্বরে থাকা আর এক জি এম নর্ম পান ২০২৩ সালে স্যান্টাস ওপেনে। তাঁর প্রথম গুরু হলেন বাবা মৃণাল ঘোষ। আরণ্যকের বরাবরের গুরু হলেন আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার দীপায়ন ঘোষ।

হত রেফারি

ইকুয়েডর- ম্যাচ চলাকালীন নিহত হলেন রেফারি। ঘটনাটি ঘটেছে ইকুয়েডরের একটি ফুটবল ম্যাচে। খেলা চলাকালীন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিদের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রেফারি। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হলেও রেফারিকে বাঁচানো যায় নি। ইকুয়েডরের ব্রল ওরো প্রদেশের পাসাজেতে একটি ম্যাচ পরিচালনা করছিলেন জেডিয়ার ওর্তেগা (৪৮)। হঠাৎ দুষ্কৃতিরা মাঠে ঢুকে রেফারিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। দর্শকদের সামনেই মাঠে লুটিয়ে পড়েন রেফারি।

উদ্যোগ শচীন

মুম্বই- ছত্রিশগড়ের দান্তেওয়াড়াতে একটা সময় মাওবাদীদের বেশ বাড়বাড়ন্ত ছিল। এখন সেখান থেকেই ক্রীড়াবিদ তুলে আনা হবে। এই উদ্যোগে সাড়া দিলেন শচীন তেণ্ডুলকর। সেখানকার একটি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোনও সোজা পথ নেই'। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা এবং লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।'

ক্ষোভ ললিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি- ক্রিকেটারদের বিশ্রাম না দিয়ে বেশি ম্যাচ খেলাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড। এইরকম ঠাসা কর্মসূচীতে নাজেহাল ক্রিকেটাররা। সমাজ মাধ্যমে এমন মারাত্মক মন্তব্য করেছেন আই পি এলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদী। ৩১ মে শেষ হচ্ছে আইপএল। তার ছ'দিন পরে শুরু হচ্ছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট। এই দীর্ঘ প্রতিযোগিতা শেষে সব ক্রিকেটারকে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গৌতম গম্ভীরও। অথচ তারা দু'জন প্রকাশ্যে নীরব।

ম্যারাথনে ইতিহাস কেনিয়ার সেবাস্তিয়ানের

সেবাস্তিয়ান সওয়ে

লন্ডন- ম্যারাথনে এতদিন বিশ্ব রেকর্ডের অধিবাসী ছিলেন কেনিয়ার অ্যাথলিট প্রয়াত কেলভিন কিপ্টাম। কিন্তু তাঁর থেকেও ৬৫ সেকেন্ড কম সময়ে অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৫৯.৩০ মিনিটে লন্ডন ম্যারাথন শেষ করলেন কেনিয়ার সেবাস্তিয়ান সওয়ে। অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তিনি। সেবাস্তিয়ানের পরে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন ইথিওপিয়ার ইয়োমিফ কেজেলচা। তিনি শেষ করলেন ১ ৫৯ ৪১ সময়ে। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন উগান্ডার জেকব কিপলিমোও।

২০২৫ সালের মাঝামাঝি ১৪০ জনের বেশি কেনিয়ার অ্যাথলিট নির্বাসিত হল ডোপিংয়ের অভিযোগে। ক্রমাগত ডোপিংয়ের নানা ঝামেলা কাটিয়ে সেবাস্তিয়ানের এই কৃতিত্বে দেশজুড়ে হইচই শুরু হয়ে গেছে। বার্লিন জয়ের আগে দু'মাসে সেবাস্তিয়ানকে ২৫ বার ডোপ পরীক্ষা করা হয়। ১৯৯৫ সালে জন্ম সেবাস্তিয়ানের। ছোট মাটির বাড়িতে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় তাঁর শৈশব কেটেছে। ছোট থেকেই দৌড়ের ওপর তাঁর আগ্রহ ছিল। লন্ডন ম্যারাথন জেতার পর সেবাস্তিয়ান বলেছেন, "এই রেসের সাফল্য আমার একার নয়, এখানে উপস্থিত সকলের সাফল্য"।

কোহলি ৯০০০

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিরাট কোহলির নামের সঙ্গে যুক্ত হল একটি রেকর্ড। আই পি এলে তাঁর দল আর সি বি চূর্ণ করল দিল্লি ক্যাপিটালসকে। একই সঙ্গে আই পি এলে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৯০০০ রানের মাইলফলকও পার করলেন বিরাট, বিরাটের পরে আছেন রোহিত শর্মা। তবে রোহিত শেষ পর্যন্ত বিরাটকে টপকাতে পারবেন কি?

রোনাল্ডো এগিয়ে

আলরিয়াদ- সৌদি প্রো লিগে আল আহিলকে ২৯ এপ্রিল ২-০ গোলে হারিয়ে আলনাসের। গোল করেছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ৭৬ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের বাঁক খাওয়া কর্ণারে হেড দিয়ে বল জালে জড়ান রোনাল্ডো। এটি ফুটবলের রেকর্ডে তাঁর ৯৭০ তম গোল। ৯০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন কিংসলে কোমান। ৩০ ম্যাচে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আল নাসের। গোল সংখ্যা বাড়াতে রোনাল্ডোর সঙ্গে লিওনেল মেসির একটা নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় কখনও মেসি এগিয়ে যান আবার কখনও রোনাল্ডো এগিয়ে যান। বিষয়টার ফয়সালা হবে এই দু'জন মহান ফুটবলার খেলা থেকে অবসর নিলে পরে।

ডার্বিতে জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি- সিএবি-র প্রথম ডিভিসনের ওয়ান ডে প্রতিযোগিতায় ডার্বি ছিল পয়লা বৈশাখে। খেলা ছিল ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের। প্রথম ব্যাট করে ইস্টবেঙ্গল। স্কোর হয় ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ৩১১ রান। ১০৬ বলে ১৩৯ রান করে অপরাজিত থাকেন ম্যাচের সেরা সুদীপ কুমার ঘরামি। জবাবে মোহনবাগান অল আউট হয়ে যায় ২১৩ রানে। ৩১ রান দিয়ে চার উইকেট নেন সৌরভ হালদার। ইস্টবেঙ্গল জেতে ৯৮ রানে।

আই পি এল টেবল

	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
পঞ্জাব কিংস	৯	৬	২	১৩
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৯	৬	৩	১২
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১০	৬	৪	১২
রাজস্থান রয়্যালস্	১০	৬	৪	১২
গুজরাত টাইটানস	১০	৬	৪	১২
চেন্নাই সুপার কিংস	৯	৪	৫	৮
দিল্লি ক্যাপিটালস্	৯	৪	৫	৮
কে কে আর	৯	৩	৫	৭
মুম্বই ইন্ডিয়ানস	১০	৩	৭	৬
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৯	২	৭	৪

বাণিজ্যিক স্বত্ব নিয়ে জমে রয়েছে ক্লাবদের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি- আই এস এল এবং ফেডারেশন কাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব পাওয়ার জন্য এগিয়ে থাকা জিনিয়াস স্পোর্টসের প্রেজেন্টেশন নিয়ে ক্লাব জোটের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্লাব প্রতিনিধিরা মনে করছেন, যারা ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগের বিনিয়োগকারী হয়ে আসছে তাঁদের বিষয়ে একটা ধারণা হল। ফুটবলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে খানিকটা তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তারা কীভাবে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং আগামী কুড়ি বছরে ভারতীয় ফুটবলের বাণিজ্যিক কাঠামো কীভাবে গড়বেন, তা নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জিনিয়াস স্পোর্টসই আগামী কুড়ি বছরের জন্য সবচেয়ে বেশি টাকা ২১২৯ কোটি টাকার বিড করেছিল। এর ফলে বোঝা যাচ্ছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে ক্লাব জোটের মতপার্থক্য চলছে। ক্লাব জোট চাইছে এই বাণিজ্যিক সংস্থাটি তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসুক। অনেকেই মনে করছেন জিনিয়াস স্পোর্টস আদৌ কী ক্লাব জোটের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জায়গায় আছে?

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

ভাষ্যপাঠে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

মঞ্চে মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে প্রয়াত আইকনদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ক্যালেন্ডার উদ্বোধনে সম্পাদক ও শিল্পীবৃন্দ

ছন্দছবির কলাবিতানের শিল্পীদের নৃত্য

স্বামী সারদাত্মানন্দকে অভ্যর্থনা

নতুন ক্যালেন্ডার হাতে শিল্পী পৌষালি ব্যানার্জি

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগীতানুষ্ঠান

গান করছেন নচিকেতা

আশা ভোঁসলেকে ও রাহুল অরুনোদয়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

সঞ্চালক দেবাশীষ বসু

মঞ্চে সিধু

প্রেস ক্লাবে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের ওষুধ প্রদান

ফেলুদার বৈঠকখানা নাটকের কুশীলবরা

প্রেস ক্লাবে সম্বর্ধিত করা হল সংগঠনের সহ-সভাপতি ডাঃ শেখর ঘোষ ও কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্যকে

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষা বসু, ২৭) বর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯)অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) সুরজিৎ দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanandatala Road, P. O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Printed from-Diamond Art Press Pvt. Ltd., 37/A, Bentick Street, Kolkata-700 069, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296